

## লেখকের কথা

ভূমিকায় যাদের কথা উল্লেখ না করলে, বইটি মাতৃহীন ‘আদম’ ও পিতৃহীন ‘ঈসা’ নবীর মতো জারজ হয়ে যাবে, তারা হলেন ‘মুক্তমনা’ ([www.mukto-mona.com](http://www.mukto-mona.com)) আন্তর্জালের প্রতিষ্ঠাতা এবং সদস্যবৃন্দ। মনের ভেতর জগদল বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সংঘর্ষে সৃষ্ট ভাবনাগুলো চিরদিনই অব্যক্তই থেকে যেতো যদি ‘মুক্তমনা’ তা প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে না দিতো। তাঁদের প্রতি রইলো অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা। অঙ্কুর পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার জন্য বীজ আর ক্ষেত্রের পরেই যেমন উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন, সেই পরিবেশ সৃষ্টিকর্তা একজন মুক্তমনা, তাঁর অলিখিত নামটি অদৃশ্য ছায়া হয়ে রইবে বইটির প্রতিটি পাতায় পাতায়।

চৈতন্য-ভাবনা শক্তি মানুষের জন্মগত গুণ। অন্যান্য জীব ও মানুষের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য মানুষের মধ্যে কল্পনা ও চিন্তা করার শক্তি অন্য যে কোনো প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি আছে। মানুষের মন অনুসন্ধিসু তাই সে অনুসন্ধান করে ঘটনার পেছনের কারণ। আদিকালে বিভিন্ন ঘটনার সঠিক কারণ নির্ধারণে ব্যর্থ হয়ে মানুষ কল্পনা করেছিল ঘটনার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে এক অদৃশ্য মহাশক্তিধর; কেউ নাম দিয়েছিল ঈশ্বর, কেউ ভগবান, কেউবা গড, আল্লাহ, খোদা প্রভৃতি, যার শক্তি-আকার-আকৃতি-রূপ বর্ণনা দিল বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নরূপে বিভিন্নভাবে আর নিজেদের শাস্তনা দেয়ার লক্ষ্যে রচনা করা হলো বিভিন্ন রকমের কল্পকাহিনী। তাই স্থান-কাল-পাত্রভেদে কথিত অদৃশ্য মহাশক্তি এবং জীবন-জগৎ নিয়ে মানুষের রচিত কল্পকাহিনী একেক দেশে হয় একেক রকম। খ্রিস্টানদের ঈশ্বর, হিন্দুদের ভগবান আর মুসলমানদের আল্লাহ যেমন বর্ণনায় সমান নয়, তেমনি কল্পিত হেভেন-হেল, স্বর্গ-নরক, বেহেস্ত-দোজখের রূপ-রঙ আকার-আকৃতির ব্যাখ্যাও অনেক ক্ষেত্রে সমান নয়। এই অদৃশ্য মহাশক্তিটি আসলে ‘প্রকৃতি’ (Nature)। মানুষ প্রকৃতির কার্যকারণ বুঝতে ব্যর্থ হয়ে প্রকৃতি বন্দনার নাম দিল ‘ধর্ম’ (Religion)। সৃষ্টি ও ধ্বংসের কারণ উদ্ঘাটন ও প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের সীমিত জ্ঞান ও ভয়-ভীতিকে সম্বল করে পরবর্তীতে কিছু ধূর্ত মানুষ সম্পদ ও ক্ষমতা (Capital and Power) করায়ত্ত্ব করার উদ্দেশ্যে রচনা করলেও ধর্মগ্রন্থ, যার অন্যতম লক্ষ্য শাসকগোষ্ঠী ও পুরোহিত শ্রেণীর বিলাসবহুল জীবন যাপন ও অবাদ নারী-ভোগ। সুতরাং আদিকালে মানুষের ভয়ভীতি ও অজ্ঞানতা থেকে সৃষ্ট ‘ধর্ম’ আর শক্তির বার্তাবাহী রইলো না, হয়ে গেল অন্যায়ভাবে নারীভোগ, সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জনের শক্তিশালী হাতিয়ার। ধর্মগ্রন্থ আর ধর্মের ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর প্রমাণ বিদ্যমান।

আগুনে হাত দেয়ার পরিণাম মানুষ বুঝতে পারে বিধায় তাই সে কখনো আগুনে ঝাপ দিয়ে সতীত্ব বা ঈমানি পরীক্ষা দেবে না, সে যতোই নিজেকে রামায়ণের সীতা দেবীর মতো সতী অথবা ইব্রাহিম নবীর মতো ঈমানদার দাবি করুক না কেন? সুতরাং ভগবান বা আল্লাহর নির্দেশে সীতা দেবীর বা ইব্রাহিম নবীর অগ্নীকুণ্ড কুসুম-কাননে পরিণত হওয়া কিংবা ইসমাইল নবীর গলায় লাগানো ছুরি ভোঁতা হয়ে যাওয়া কল্পিত কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে আমাদের দৃষ্টিগোচরে যা কিছু আছে, কোনো কিছুই ঈশ্বর নামক ‘বড়বাবু’র নির্দেশে জন্মে না, বাঁচে না, মরেও না। মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ধর্মের কোনো অবদান নেই। শিক্ষা-সাধনায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যে জাতি বেশি অগ্রসর, সে জাতির আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ধর্মচর্চারীদের চেয়ে উন্নত; তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের চোখের সামনে পৃথিবীর বাস্তবতা এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ধর্ম যে মানব প্রজাতির উপকারের চেয়ে সীমাহীন অপকার করেছে তা নিয়ে তথ্যবহুল আলোচনা রয়েছে এই বইটিতে। আমরা

আমাদের নতুন প্রজন্মের হাতে ধর্মগ্রন্থ না বিজ্ঞান তুলে দেবো, এ সিদ্ধান্ত নেয়ার এখনই সময়। ‘যে সত্য বলা হয়নি’ বইটি নতুন প্রজন্মকে প্রথাসিদ্ধ ভাবনা ত্যাগ করে জগৎ ও জীবন নিয়ে ভিন্নভাবে ভাবতে প্রেরণা যোগাবে এটাই বইটি লেখার একমাত্র লক্ষ্য ও প্রত্যাশা।

আকাশ মালিক  
মার্চ, ২০০৯

[প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য](#)